বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৬ - ২০১৭

আইন ও বিচার বিভাগ,

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

[আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৬ - ২০১৭

প্রথম খণ্ড

আইন ও বিচার বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৪
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৪
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

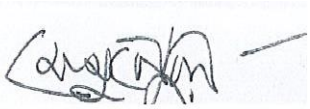

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২১.০৪.১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৫.০৮.২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১	জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৯,৫২,৪১,২০৭/-	৯
২	প্লট (বাড়ী জমি) শ্রেণিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি হিসেবে দলিল সম্পাদন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	২,২২,১২,০১৫/-	১০
৩	গড় মূল্য/প্রকৃত বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল সম্পাদন করায় রাজস্ব ক্ষতি	১,৭৭,৯৫,৮৫৫/-	১১
৪	বায়না দলিল মূল্যে শুল্ককরাদি আরোপ না করে কবলা দলিল মূল্যে শুল্ককরাদি আরোপ করায় রাজস্ব ক্ষতি	৫,৯৫,০০০/-	১২
৫	ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিতদের জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফএফ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৩৮,১২,১৬৭/-	১৩
৬	মূল্য সংযোজন কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৯৯,৭৬,৭৩৮/-	১৪
	সর্বমোট	**১৪,৯৬,৩২,৯৮২/-**	

কথায় ঃ (চৌদ্দ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত বিরাশি টাকা)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সাব- রেজিস্ট্রার অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা। (Compliance Audit)
নিরীক্ষার সময়	ঃ	ফেব্রুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	▪ রাজস্ব আদায়ের এসেসমেন্ট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই। ▪ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	ঃ	▪ সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি।
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	ঃ	▪ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফ এফ ধারা পরিপালন না করা। ▪ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বিধি বিধান পরিপালন না করা।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক। ▪ অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ▪ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন। ▪ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১॥

শিরোনাম	ঃ	**জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ৯,৫২,৪১,২০৭/- (নয় কোটি বায়ান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত সাত) টাকা কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, ফি বহি, আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, এলটি নোটিশ, গড় মূল্যের তালিকা, চালান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ৯,৫২,৪১,২০৭/- টাকা কম আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি। যথাসময়ে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হলে সরকারের বাজেটে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। [বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	• আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত আদেশ নং আর-৬/১ এম১/ ২০০৬/ ২২১ তারিখ ঃ ১৬/০৬/২০০৮ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৪ মোতাবেক সর্বশেষ চূড়ান্ত খতিয়ানের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রেশন করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা পরিপালন না করায় উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। • দলিলে প্রদর্শিত শ্রেণির সাথে উপজেলা ভূমি অফিসে সংশ্লিষ্ট দাগের শ্রেণি টালী করে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত দলিলগুলির ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিসের রেকর্ডের শ্রেণির সাথে দলিলে প্রদর্শিত শ্রেণির কোন মিল নেই।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	সাব-রেজিস্ট্রার নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ এবং গাবতলী, বগুড়া কার্যালয়ের সর্বশেষ ২২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- আর-৬/১ এম-২০/২০১৭-১২০ এর মাধ্যমে বিএস জবাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের আপত্তির পরিশিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ০৩টি আইটেমের জবাবে বলা হয়েছে যে, রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধি-বিধান যথাযথ পরিপালন করে দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। গাবতলী, বগুড়া কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়েছে যে, দলিল রেজিস্ট্রি করায় যে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিকৃত রাজস্ব আদায়ের জন্য দলিলের পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	নারায়ণগঞ্জ সদর কার্যালয়ের জবাবে রেজিস্ট্রেশন আইন যথাযথভাবে পরিপালনের কথা উল্লেখ করা হলেও এর সমর্থনে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ এবং ৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি ০২টি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত ৯,৫২,৪১,২০৭/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২॥

শিরোনাম	ঃ	প্লট (বাড়ি জমি) শ্রেণিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি হিসেবে দলিল সম্পাদন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ২,২২,১২,০১৫/- (দুই কোটি বাইশ লক্ষ বারো হাজার পনেরো) টাকা কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, ফি বহি, আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, এলটি নোটিশ, গড় মূল্যের তালিকা, চালান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্লট (বাড়ি জমি) শ্রেণিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি হিসেবে বিবেচনাপূর্বক দলিল সম্পাদন করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি কম আদায় করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শ্রেণির ভূমি ক্রয় করে ভূমি উন্নয়ন সাধনপূর্বক জমি বা প্লট হস্তান্তর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে জমির শ্রেণি বাড়ি/ভিটা শ্রেণি হিসেবে প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক জমি/ভূমি উন্নয়ন সাধনের ফলে জমির শ্রেণি পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি/ভিটা শ্রেণি হিসেবে দলিল সম্পাদন না করায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ২,২২,১২,০১৫/- টাকা কম আদায় হয়েছে যা আদায়যোগ্য। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি। যথাসময়ে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। [বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	নিবন্ধন পরিদপ্তরের এস আর ও নং-১২০-আইন/২০১০ তারিখ ঃ ২১/০৪/২০১০ খ্রিঃ এর অনুঃ ৫(৭) অনুযায়ী নির্ধারিত সম্পত্তির বাজার মূল্য তালিকা অনুসরণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। কেননা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির জমির বাজার মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	সর্বশেষ ২২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সাব-রেজিস্ট্রার সদর, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের জবাব পাওয়া গেছে। সদর, নারায়ণগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের আপত্তির পরিশিষ্টের সাথে জড়িত ০৩টি অফিসের জবাবে বলা হয়েছে যে, রেজিস্ট্রেশন আইন, বিধি-বিধান যথাযথ পরিপালন করে দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ রেজিস্ট্রেশন আইন বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করার সমর্থনে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০২/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮/১১/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি একটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ব্যতীত কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত ২,২২,১২,০১৫/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৩॥

শিরোনাম	ঃ	গড় মূল্য/প্রকৃত বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল সম্পাদন করায় ১,৭৭,৯৫,৮৫৫/- (এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৫টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, ফি বহি, আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, এলটি নোটিশ, গড় মূল্যের তালিকা, চালান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গড় মূল্য/ বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল সম্পাদন করায় ১,৭৭,৯৫,৮৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি। যথাসময়ে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। [বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৩" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	নিবন্ধন পরিদপ্তরের এস আর ও নং-১২০-আইন/২০১০ তারিখ ঃ ২১/০৪/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজার মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা, ২০১০ এর ৫(৭)(ঘ)(অ) মোতাবেক শ্রেণি অনুযায়ী বাজার মূল্যের ভিত্তিতে দলিল সম্পাদন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	সর্বশেষ ২২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে গাবতলী, বগুড়া সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয়েছে ক্ষতিকৃত রাজস্ব আদায়ের জন্য দলিলের পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০২/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০/০১/২০১৫ খ্রিঃ এবং ৩১/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত ১,৭৭,৯৫,৮৫৫/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৪॥

শিরোনাম	ঃ	**বায়না দলিল মূল্যে শুল্ককরাদি আরোপ না করে কবলা দলিল মূল্যে শুল্ককরাদি আরোপ করায় ৫,৯৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন ০২টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, ফি বহি, আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, এলটি নোটিশ, গড় মূল্যের তালিকা, চালান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জমির প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করায় রেজিস্ট্রেশন ফিসহ অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ৫,৯৫,০০০/- টাকা কম আদায় হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি। যথাসময়ে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট **"৪"** দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ বিভিন্ন বায়না দলিল এবং পরবর্তীতে উক্ত বায়না দলিলের বিপরীতে সাব কবলা দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বায়না দলিলে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা সাব কবলা দলিলে টাকার অংক কম দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। ▪ নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত এস আর ও নং ৩২৫-আইন/২০১৫ তারিখ ঃ ০৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ এর অনু ১০(খ)(আ) এবং এসআরও নং- ১২০-আইন/২০১০, তারিখ ঃ ২১/০৪/২০১০ খ্রিঃ এর অনুঃ (৫)(৭)(ঘ)(আ) মোতাবেক বায়না মূল্য বেশি হলে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের সময় বায়না দলিলে প্রদর্শিত মূল্যের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু উক্ত এস আর ও সঠিকভাবে পরিপালন না করায় রেজিস্ট্রেশন ফিসহ অন্যান্য শুল্ককরাদি বাবদ ৫,৯৫,০০০/- টাকা কম আদায় করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ইতোমধ্যে আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২১/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত ৫,৯৫,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৫॥

শিরোনাম	ঃ	**ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিতদের জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফএফ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর আদায় না করায় ৩৮,১২,১৬৭/- (আটত্রিশ লক্ষ বারো হাজার একশত সাতষট্টি) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন ০৭টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের এবং ০১ টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সনের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, ফি বহি, আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, এলটি নোটিশ, গড় মূল্যের তালিকা, চালান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিতদের জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফএফ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর আদায় না করায় সরকারের ৩৮,১২,১৬৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট **"৫"** দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফ এফ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনের জন্য (১) ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ৫%; (২) ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ৩%; (৩) ঢাকা জেলার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল এবং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকাধীন ফ্ল্যাট, ভবন বা যে কোন স্থাপনা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আবাসিক হলে প্রতি বর্গমিটার ১৬০০/- টাকা এবং বাণিজ্যিক হলে প্রতি বর্গমিটার ৬৫০০/- টাকা; (৪) ঢাকা জেলা অধীনে ধানমন্ডি আ/এ, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া হাউজিং, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আ/এ, ক্যান্টনমেন্ট ও কাওরানবাজার এলাকা আবাসিক হলে প্রতি বর্গমিটার ১৫০০/- টাকা এবং বাণিজ্যিক হলে প্রতি বর্গমিটার ৫০০০/- টাকা; অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে আবাসিক হলে প্রতি বর্গমিটার ৬০০/- টাকা এবং বাণিজ্যিক হলে প্রতি বর্গমিটার ১৬০০/- টাকা নির্ধারিত। ▪ এ ক্ষেত্রে জমি বিক্রয়কারী কর্তৃক জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জমি প্লট আকারে বিক্রয় করা সত্ত্বেও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফএফ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর আদায় না করায় সরকারের ৩৮,১২,১৬৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ ১৬/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের জবাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ইতোমধ্যে আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২১/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৬॥

শিরোনাম	ঃ	**মূল্য সংযোজন কর কম কর্তন করায় সরকারের ৯৯,৭৬,৭৩৮/- (নিরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত আটত্রিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বালাম বহিসহ টেন্ডার সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র, বিল ভাউচার, গ্রহণ বিতরণ রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল হতে (ছাপাখানা) ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৯৯,৭৬,৭৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন ফরম ও রেজিস্টার ছাপা কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে সিডিউলসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরদাতা ছাপাখানাসমূহ বিভিন্ন ফরম ও রেজিস্টারের সর্বনিম্ন মূল্য উল্লেখপূর্বক দর দাখিল করে। দরপত্রে সিডিউলে কাগজ, ছাপা বা বাধাই মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ না করা হলেও ভ্যাট কম প্রদানের উদ্দেশ্যে বিল দাবির সময় বিলে কাগজ, ছাপানো ও বাঁধাই মূল্য আলাদাভাবে দেখানো হয়। সে মোতাবেক নিবন্ধন পরিদপ্তর যোগানদার হিসেবে ভ্যাট কর্তনপূর্বক বিল পরিশোধ করে। প্রকৃতপক্ষে ছাপাখানাকে বিভিন্ন ফরম ও রেজিস্টার ছাপা কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বস্তুতপক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী (এস.০০৮.১০ সেবার কোড) ছাপাখানা হিসেবে ১৫% ভ্যাট কর্তন করা উচিত ছিল। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারের প্রাপ্তি যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি। যথাসময়ে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হলে সরকারের বাজেটে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট **"৬"** দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী (সেবার কোড নং-এস.০০৮.১০) ছাপাখানা হিসেবে ১৫% ভ্যাট কর্তন করা হয়নি বিধায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ ১১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে, সেবার কোড (এস ০৩৭.০০) ৫% হিসেবে উৎসে মূসক কর্তন করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	ইতোমধ্যে আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২১/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় অফিসের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ মূল দরপত্র অনুযায়ী ছাপাখানাসমূহকে বিভিন্ন ফরম ও রেজিস্টার ছাপানো কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী এস ০০৮.১০ সেবার কোড অনুযায়ী ছাপাখানা হিসেবে ১৫% ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত ৯৯,৭৬,৭৩৮/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

তারিখঃ ০৮.০৯.১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২.১২.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

২২.১২.২০১৯

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর